দ্বাদশ অধ্যায়

মানবসম্পদ উন্নয়ন

উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনের পাশাপাশি সুবিধাবঞ্চিত ও দরিদ্র জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়নের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন সরকারের প্রধান লক্ষ্য। করোনা ভাইরাসের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব মোকাবেলায় জীবন ও জীবিকাকে প্রাধান্য দিয়ে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের মাধ্যমে জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণ নিশ্চিত করতে এবং সুবিধাবঞ্চিত ও দরিদ্র জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়নে সরকার নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণের ফলে মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশ ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে। উল্লেখ্য, 'Human Development Report-2020' অনুযায়ী মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩৩তম। সরকার আর্থ সামাজিক খাতে ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট বাজেটের প্রায় ২৪.৯৩ শতাংশ মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত খাতসমূহ যেমন-শিক্ষা ও প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, নারী ও শিশু, সমাজকল্যাণ, যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন, সংস্কৃতি, শ্রম ও কর্মসংস্থান ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যয় করেছে। শিক্ষার সকল স্তরে ভর্তির সুযোগ সৃষ্টি ও শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের মাধ্যমে দক্ষ ও যোগ্য মানবসম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে 'জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০' এর আলোকে বহুবিধ কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে সকলের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যালয়ে ভর্তি, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, উপবৃত্তি ও ছাত্র-শিক্ষক সংযোগ ঘণ্টা বৃদ্ধির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলার লক্ষ্যে কারিগরি শিক্ষার ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতে সরকারের নেয়া অগ্রাধিকারভিত্তিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ফলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই এ সংক্রান্ত সহস্রাব্দ উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ নবজাত শিশু ও মাতৃ-মৃত্যু হ্রাসে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারি হতে জন জীবনের সুরক্ষা ও মৃত্যু রোধে সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই) এর আওতায় পূর্বেই National Deployment and Vaccination Plan প্রণয়ন করা হয়েছিল, যার মাধ্যমে ৭০ শতাংশ জনগোষ্ঠীকে কোভিড-১৯ এর ভ্যাক্সিন/টিকা দান কর্মসূচির আওতায় আনার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। রাষ্ট্রীয় ও জনজীবনের সর্বক্ষেত্রে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা এবং নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প, কর্মসূচি ও অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সুবিধাবঞ্চিত ও বিপন্ন সকল শিশুর সুরক্ষার জন্য 'শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন' কেন্দ্রসমূহ সমগ্র দেশে কাজ করে যাচ্ছে। দুঃস্থ, সুবিধাবঞ্চিত, অবহেলিত, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ও এতিম জনগোষ্ঠীর কল্যাণে সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করতে এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আর্থিক খাতে সংস্কার, দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমসহ বিভিন্ন সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের মাধ্যমে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনের পাশাপাশি দারিদ্র্য বিমোচন ও অসমতা হ্রাস করে জনগণের জীবনমানে গুণগত পরিবর্তন সরকারের প্রধান লক্ষ্য। কোভিড-১৯ এর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব এবং ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে দক্ষ জনগোষ্ঠী গড়ে তোলা আবশ্যক। বিবিএস পরিচালিত সর্বশেষ শ্রমশক্তি জরিপ, ২০১৬-১৭ অনুযায়ী ১৫ বছর বয়সের উর্ধ্বে অর্থনৈতিকভাবে কর্মক্ষম শ্রমশক্তি ৬.৩৫ কোটি। বিপুল কর্মক্ষম এই জনসম্পদকে কাজে লাগিয়ে জনভিত্তিক লভ্যাংশ আহরণে বাংলাদেশ সরকার নানা উন্নয়নমুখী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। এ প্রেক্ষাপটে সরকার বিভিন্ন কর্মসূচির দ্বারা সুবিধাবঞ্চিত ও দরিদ্র জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়নের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়নের নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশ ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে। 'Human Development Report-2020' অনুযায়ী ২০২০ সালে মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩৩তম। মানব উন্নয়ন সূচকের হিসেবে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশসমূহের মধ্যে শ্রীলংকা (৭২), মালদ্বীপ (৯৫), ভূটান (১২৯) ও ভারত (১৩১) বাংলাদেশের উপরে এবং নেপাল (১৪২), পাকিস্তান (১৫৪) এবং আফগানিস্তান (১৬৯) বাংলাদেশের নীচে অবস্থান করছে। বিগত কয়েক বছর থেকে মানব উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট খাতসমূহে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থানের চিত্র সারণি ১২.১ -এ দেয়া হলোঃ

সারণি ১২.১ঃ মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশ

বৎসর	২০০০	২০১০	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০
সূচকের মান	০.৪৬৮	০.৫৪৫	০.৫৯২	০.৫৯৭	০.৬০৮	০.৬১৪	০.৬১৪	০.৬৩২

উৎসঃ Human Development Report- 2020, UNDP

মানবসম্পদ উন্নয়ন ও সামাজিক খাতে বরাদ্দ

করোনা ভাইরাসের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব মোকাবেলায় জীবন ও জীবিকাকে প্রাধান্য দিয়ে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের মাধ্যমে জনগণের মৌলিক চাহিদার পাশাপাশি মানবসম্পদ উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সরকার বদ্ধপরিকর। মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষা, স্বাস্থ্যখাতসহ সামাজিক খাতসমূহে অধিক বিনিয়োগ অপরিহার্য। এ কারণেই সরকার মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত খাতসমূহের যথা: শিক্ষা ও প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ, নারী ও শিশু, সমাজকল্যাণ, যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন, সংস্কৃতি, শ্রম ও কর্মসংস্থান খাতের বাজেট বরাদ্দ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করছে। বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে স্বাস্থ্য খাতের অবকাঠামো শক্তিশালীকরণ, সামাজিক নিরাপত্তার বলয়, বৃদ্ধি মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানে সুশাসন প্রতিষ্ঠার উপর।

২০২১-২২ অর্থবছরে মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে জড়িত এসব খাতসমূহে মোট বাজেটের প্রায় ২৪.৯৩ শতাংশ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে, যা ২০২০-২১ অর্থবছরে ছিল ২৩.৭৫ শতাংশ। মানবসম্পদ উন্নয়নের মূল ভিত্তি হিসেবে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতকে বিবেচনা করা হয়। তাই জাতীয় বাজেটে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাত উন্নয়নে সরকার প্রতিবছর পর্যাপ্ত বরাদ্দ প্রদান করছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে এ দুই খাতে মোট ১,০৪,৬৮৪ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে, যা মোট বাজেটের ১৭.৩৪ শতাংশ। এর ফলে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে বাস্তবসম্মত কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকার শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণে কার্যকর ভূমিকা রাখছে। ফলশ্রুতিতে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে লিঙ্গ বৈষম্য বিলোপ করে ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীর মধ্যে সংখ্যাসাম্য অর্জন সম্ভবপর হয়েছে। এছাড়া, প্রজনন হার হ্রাস, শিশু ও মাতৃ মৃত্যুহার হ্রাস, যক্ষ্মা ও এইডস এর বিস্তার রোধ, গড় আয়ু বৃদ্ধি ইত্যাদি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জনের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন অব্যাহত রয়েছে। ক্রীড়া ও সংস্কৃতির উন্নয়নও মানবসম্পদ উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে সক্ষম। ফলে এসব খাতে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত সামাজিক খাতে পরিচালন এবং উন্নয়ন বাজেট-এর সমন্বিত বরাদ্দ ও বরাদ্দের গতিধারা যথাক্রমে সারণি ১২.২ ও লেখচিত্র ১২.১-এ দেখানো হলো। লক্ষ্যণীয় যে, এ খাতে গত এক দশকে পরিচালন ও উন্নয়ন বাজেট মিলিয়ে মোট বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ ক্রমাগতভাবে বেড়ে চলেছে।

সারণি ১২.২ঃ মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত কতিপয় মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দের (পরিচালন ও উন্নয়ন) বিবরণ*

(কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২
শিক্ষা, বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	২০৩১৬	২১৫৬১	২৮২৭২	৩৩৪৯৯	৩৪৩৭০	৫২৯১৪	৬৫৪৪৪	৬৭৯৩৫	৭৯৪৮৮	৮৫৭৬২	৯৪৮৭৭
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ	৮৮৬৯	৯১৩০	৯৯৫৫	১১৫৩৭	১২৬৯৫	১৭৪৮৬	২০৬৫২	২৩৩৮৩	২৫৭৩৩	২৯২৪৭	৩২৭৩১
যুব ও ক্রীড়া এবং সংস্কৃতি	৯২৪	৯৭৬	১০৬১	১০৬৮	১১৯৯	১৩৪৩	১৮০৩	২০০৮	২০৬৩	২০৫৭	১৭০৯
শ্রম ও কর্মসংস্থান	৮২	১৩৪	১৯২	২২৬	৩০২	৩০৮	২৬২	২২৭	৩১৩	৩৫০	৩৬৫
সমাজ কল্যাণ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক	৩৯৬৭	৪০৯১	৪৭৩০	৫৯৬২	৭৬১৩	৯৪৩৩	১১৩৯৪	১৩৩৪৩	১৫০৮৩	১৬২৮৫	১৯৬৫৮
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক	৫৬০	৫৮৩	৬৩৩	৬৮৪	৭৭৯	৮৪০	১১৫০	১৩০৯	১১৯৪	১২৩৫	১১৮২
মোট বরাদ্দ (পরিচালন ও উন্নয়ন)	**৩৪৭১৮**	**৩৬৪৭৫**	**৪৪৮৪৩**	**৫২৯৭৬**	**৫৬৯৫৮**	**৮২৩২৪**	**১০০৭০৫**	**১০৮২০৫**	**১২৩৮৭৪**	**১৩৪৯৩৬**	**১৫০৫২২**

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।*তথ্যসমূহ মূল বাজেটভিত্তিক।

লেখচিত্র ১২.১: মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত কতিপয় মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দের গতিধারা

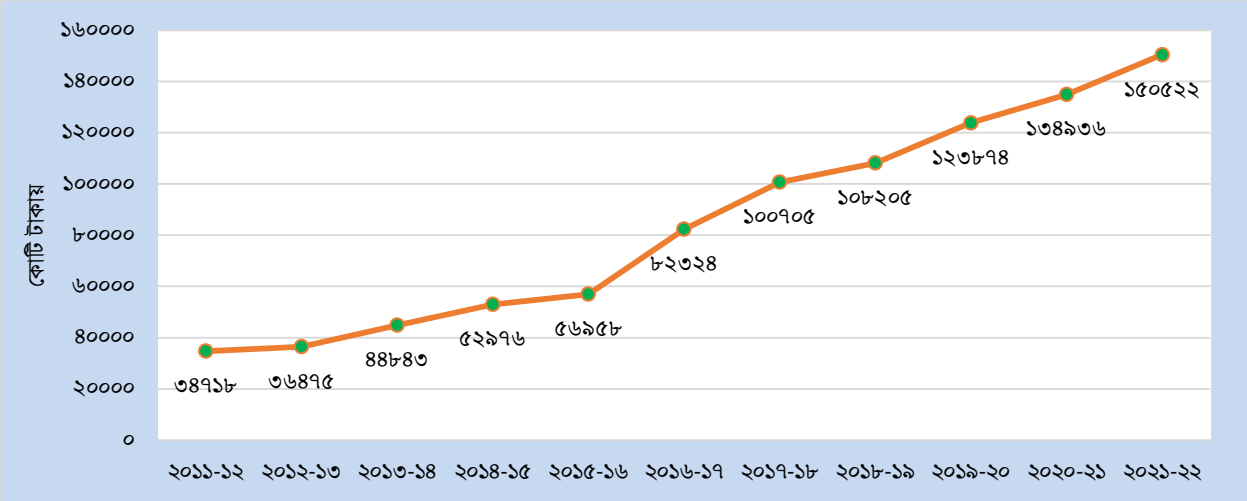

উৎস: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়* তথ্যসমূহ মূল বাজেটভিত্তিক।

শিক্ষা ও প্রযুক্তি

কোভিড-১৯ অভিঘাতের ক্রান্তিকাল কাটিয়ে উঠে শিক্ষার উন্নয়নকে আরো বেগবান করার লক্ষ্যে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও বিজ্ঞানমুখী শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি প্রযুক্তি নির্ভর আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। 'রূপকল্প ২০২১' এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যুগোপযোগী ও কর্মমুখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের পদক্ষেপ হিসেবে 'জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০' প্রণীত হয়েছে। এই শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য হলো মানবতার বিকাশ এবং জনমুখী উন্নয়নে ও প্রগতিতে নেতৃত্বদানের উপযোগী মননশীল, যুক্তিবাদী, নীতিবান, নিজের এবং অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, কুসংস্কারমুক্ত, পরমতসহিষ্ণু, অসাম্প্রদায়িক, দেশপ্রেমিক এবং কর্মকুশল নাগরিক গড়ে তোলা।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা

সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুনগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকারের গৃহীত যুগোপযোগী বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে প্রাথমিক শিক্ষায় বিভিন্ন সূচকে সাফল্য অর্জিত হয়েছে এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) এর লক্ষ্যমাত্রার আলোকে ২০৩০ সালের মধ্যে সকল শিশুর জন্য মানসম্মত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা এবং বিদ্যালয় গমনোপযোগী সকল শিশুকে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য সরকার উপবৃত্তি, চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৪), দারিদ্রপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচি, চাহিদাভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়), চাহিদাভিত্তিক নতুন জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়) এবং মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা)সহ আরো কিছু প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

১৯৯১ সালে বাংলাদেশে মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৪৯,৫৩৯টি। ২০২০ সালের তথ্য অনুযায়ী এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১,৩৩,০০২টি (রস্ক সেন্টার, বিভিন্ন এনজিও স্কুল, শিশু কল্যাণ ও মাদ্রাসা/মসজিদভিত্তিক কেন্দ্র/কওমী মাদ্রাসাসহ)। প্রাথমিক শিক্ষায় ছাত্রী ভর্তির সংখ্যা ও হার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৯১ সালে ছাত্র-ছাত্রী ভতির অনুপাত ছিল ৫৫:৪৫। ২০২০ সালের বার্ষিক প্রাথমিক বিদ্যালয় শুমারী অনুসারে তা প্রায় ৪৯:৫১-এ উন্নীত হয়েছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শতকরা ৬০ ভাগ পদ মহিলাদের নিয়োগের বিধান প্রবর্তনের ফলে মহিলা শিক্ষকের হার ১৯৯১ সালের ২১.০৯ শতাংশ থেকে ২০২০ সালে প্রায় ৬৪.২০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের জন্য বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদান, ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির হার বৃদ্ধি, শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা জোরদার করা হয়েছে। ফলে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। ২০১০-২০২০ সাল পর্যন্ত সময়ে প্রাথমিক স্তরে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির হার সারণি ১২.৩ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১২.৩ঃ প্রাথমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি

(লক্ষ)

বছর	মোট	ছাত্র (%)	ছাত্রী (%)	নীট ভর্তির হার (%)
২০১০	১৬৯.৫৮	৮৩.৯৫ (৪৯.৫০)	৮৫.৬৩ (৫০.৫০)	৯৪.৮
২০১১	১৮৪.৩২	৯১.৩৯ (৪৯.৬০)	৯২.৯৩ (৫০.৪০)	৯৪.৯
২০১২	১৯০.০৩	৯৪.৬৩ (৪৯.৮০)	৯৫.৪০ (৫০.২০)	৯৬.৭
২০১৩	১৯৫.৮৫	৯৭.৮১ (৪৯.৯৪)	৯৮.০৪ (৫০.০৬)	৯৭.৩
২০১৪	১৯৫.৫৩	৯৬.৩৯ (৪৯.৩০)	৯৯.১৪ (৫০.৭০)	৯৭.৭
২০১৫	১৯০.৬৮	৯৩.৬৯ (৪৯.১৪)	৯৬.৯৯ (৫০.৮৬)	৯৭.৯০
২০১৬	১৮৬.০৩	৯২.২৮ (৪৯.৬০)	৯৬.৭৫ (৫০.৪০)	৯৭.৯৬
২০১৭	১৭২.৫১	৮৫.০৮ (৪৯.৩০)	৮৭.৪৭ (৫০.৬৮)	৯৭.৯৭
২০১৮	১৭৩.৩৮	৮৫.৩৯ (৪৯.২৫)	৮৭.৯৯ (৫০.৭৫)	৯৭.৮৫
২০১৯*	২০১.২২	৯৯.৬৯ (৪৯.৫৫)	১০১.৫৩ (৫০.৪৫)	৯৭.৩৪
২০২০*	২১৫.৫১	১০৫.৬০ (৪৯.০০)	১০৯.৯১ (৫১.০০)	৯৭.৮১

উৎসঃ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। * প্রাক-প্রাথমিকসহ।

আর্থ-সামাজিক নানাবিধ কারণে অনেক শিক্ষার্থীকেই প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা শেষ না করেই বিদ্যালয় ত্যাগ করতে দেখা যেত, তবে সরকারের নেয়া নানা বাস্তবমুখী কর্মসূচির ফলে ছাত্র-ছাত্রী ঝরে পড়ার হার ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। ২০১০ সাল থেকে ২০২০ পর্যন্ত বছরওয়ারি ছাত্র-ছাত্রী ঝরে পড়া সংক্রান্ত তথ্য সারণি ১২.৪-এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১২.৪ঃ বছরওয়ারি ছাত্র-ছাত্রী ঝরে পড়ার হার

বছর	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০
মোট ঝরে পড়ার হার (%)	৩৯.৮	২৯.৭	২৬.২	২১.৪	২০.৯	২০.৪	১৯.২	১৮.৮	১৮.৬	১৭.৯	১৭.২

উৎসঃ Annual Primary School Census-2020. প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা খাতে সাম্প্রতিককালে গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- প্রাথমিক শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নের লক্ষ্যে চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৪) বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী ছাত্র-ছাত্রীর ভর্তি ও উপস্থিতির হার বৃদ্ধি, ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের ঝরে পড়া রোধ করা, স্কুল সংযোগ ঘন্টা বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি শিক্ষার মানোন্নয়নের বিষয়ে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে।
- প্রতিবছর বছরের প্রথম দিন বই উৎসবের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে নতুন পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হচ্ছে। ২০২২ সালে প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের ৬৬.৫০ লক্ষ, প্রাথমিক স্তরের জন্য মোট ৯.৩০ কোটি এবং ৫টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির (চাকমা,মারমা,ত্রিপুরা, গারো, সাদরি) শিক্ষার্থীদের (১ম-৩য় শ্রেণি) জন্য ২.১৯ লক্ষ পঠন সামগ্রী/পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়েছে।

- প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে স্কুল লেভেল ইমপ্রোভমেন্ট প্ল্যান (SLIP) ও উপজেলা এডুকেশন প্ল্যান (UPEP) পর্যায়ক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

- শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ এবং তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিবছর 'বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট' 'বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট' আয়োজন করা হচ্ছে। করোনা মহামারির কারণে ২০২০ ও ২০২১ সালে ফুটবল টুর্নামেন্ট দু'টি অনুষ্ঠিত হয়নি।

- ২০০৯ সাল হতে সারা দেশে অভিন্ন প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে পঞ্চম শ্রেণির প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা এবং ২০১০ সাল হতে এবতেদায়ী সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কোভিড-১৯ মহামারির কারণে ২০২০ এবং ২০২১ সালে সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি। ২০১৯ সালের সমাপনী পঞ্চম শ্রেণীর পরীক্ষায় অবতীর্ণ মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ২৪.৫৪ লক্ষ এবং পাশের হার ৯৫.৫০ শতাংশ। এবতেদায়ী মাদ্রাসা হতে সমাপনী পরীক্ষায় অবতীর্ণ মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৩.০৪ লক্ষ এবং পাশের হার ৯৫.৯৬ শতাংশ। বর্তমানে পৃথকভাবে বৃত্তি পরীক্ষা গ্রহণ না করে সমাপনী পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। বৃত্তির সংখ্যাও প্রতিবছর বৃদ্ধি করা হচ্ছে।

- সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মোট ১.৪০ কোটি শিক্ষার্থীদের মা/অভিভাবকদের নিকট মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে উপবৃত্তি প্রদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ ছাড়া মুজিব জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে উপবৃত্তি প্রাপ্ত সকল শিক্ষার্থীকে এককালীন ১,০০০ টাকা হারে কিটস এলাউন্স প্রদান করা হয়েছে। জুলাই ২০২১ হতে উপবৃত্তি কার্যক্রম রাজস্ব বাজেটের আওতায় স্থানান্তর করা হয়েছে।

- ভর্তির হার বৃদ্ধি এবং শিক্ষার্থীদেরকে স্কুলে ধরে রাখার লক্ষ্যে জুলাই ২০১০-ডিসেম্বর ২০২১ মেয়াদে ৪,৯৯১.৯৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে 'দারিদ্রপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং প্রোগ্রাম' বাস্তবায়িত হয়েছে। ১০৪টি উপজেলার ২৯.০৮ লক্ষ শিশুদের মধ্যে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে স্কুল খোলার দিন দৈনিক ৭৫ গ্রাম ফর্টিফাইড বিস্কুট বিতরণ করা হয়। প্রকল্পটি ডিসেম্বর '২১ সমাপ্ত হয়েছে, তবে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ জুন '২২ পর্যন্ত বৃদ্ধির কার্যক্রম চলমান আছে। এর পাশাপাশি নতুন প্রকল্প প্রণয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

- সকল বিধিবিধান অনুসরণপূর্বক ২৬,৪০৪টি বিদ্যালয় জাতীয়করণের সরকারি আদেশ জারী করা হয়েছে। মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শূন্য/সৃষ্ট পদে শিক্ষক নিয়োগের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১৮,১৪৭ জন সহকারী শিক্ষক নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির জন্য ২৬,৩৬৬টি সহকারী শিক্ষকের পদ সৃজন করা হয়েছে।

- বিদ্যালয় বহির্ভুত এবং ঝরে পড়া ৮-১৪ বছর বয়সী প্রায় ১০ লক্ষ সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে পিইডিপি-৪ এর আওতায় 'সেকেন্ড চান্স এডুকেশন' প্রোগ্রাম এর মাধ্যমে ১ লক্ষ শিশুর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে। আরও ৯ লক্ষ ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করার জন্য পর্যায়ক্রমে কেন্দ্র চালু করা হচ্ছে।

- দেশের সকল উপজেলাসমূহকে মৌলিক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে মৌলিক সাক্ষরতা (৬৪ জেলা) প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে।

- কোভিড-১৯ মাহামারির মধ্যেও শিক্ষার্থীদের পাঠ চর্চা ও পাঠে মনোযোগী রাখার লক্ষ্যে সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশনের মাধ্যমে 'ঘরে বসে শিখি' প্রাথমিক পর্যায়ের পাঠ সম্প্রচার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এতে প্রায় ১.৪০ কোটি প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীকে শিক্ষার সাথে যুক্ত রাখা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষার অবকাঠামো সুবিধাদি

প্রাথমিক শিক্ষার গুনগতমান উন্নয়নে অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত নিম্নোক্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছেঃ

- ২০০৯ সাল থেকে ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত মোট ২৬,৭০৪টি বিদ্যালয়ে ১,০১,৪৩৫টি শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে।

- পিইডিপি-৪ এর আওতায় ৪০,০০০টি অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ, ১০,৫০০টি প্রধান শিক্ষকের কক্ষ নির্মাণ করা হবে। ইতোমধ্যে ১,৪৮৮টি বিদ্যালয়ে ৫,৭৬৩টি কক্ষ নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পৃথকভাবে ২৯,০০০টি ওয়াশ ব্লক নির্মাণ করা হবে এবং ১৫,০০০টি বিদ্যালয়ে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে।

- চাহিদাভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়) এর আওতায় মোট ৮,৬৮২টি বিদ্যালয় উন্নয়ন করা হবে। চলতি অর্থবছর পর্যন্ত মোট ৬,৭২০টি বিদ্যালয় উন্নয়নের জন্য অনুমোদিত হয়েছে, যার মধ্যে ৪,২০৬টি বিদ্যালয়ে ১৯,২০২টি কক্ষ নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। এ ছাড়া ২,১৪৮টি ওয়াশব্লক এবং ২,৬৩৩টি নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে।

মাধ্যমিক শিক্ষা

সরকার টেকসই ও মানসম্মত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার সম্প্রসারণে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে আসছে। মাধ্যমিক শিক্ষার হার ও জেন্ডার সমতায় অর্জিত সাফল্য ধরে রাখার লক্ষ্যে সাধারণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের সমন্বয়ে শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন, ছাত্র ও শিক্ষকদের বৃত্তি-উপবৃত্তিসহ আর্থিক সহায়তা প্রদান, মেধার বিকাশে নানারূপ কার্যক্রম বাস্তবায়ন, সহায়ক নীতিমালা ও পরিবেশ তৈরি, সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়নে গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। বেসরকারি এমপিওভূক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের আর্থিক সুবিধা প্রদান, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, ই-বুকের প্রচলন, উপজেলা আই.সি.টি. ট্রেনিং ও রিসোর্স সেন্টার স্থাপন অব্যাহত রয়েছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন

জেলা সদরে অবস্থিত ৭০টি সরকারি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কলেজ এবং ২০০টি সরকারি কলেজের একাডেমিক ভবন নির্মাণসহ অন্যান্য উন্নয়ন কাজ চলমান রয়েছে। নতুন করে সরকারি ১৮টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ০৬টি মহাবিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে এবং ১৯টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়া, ৩২৩টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের একাডেমিক ভবন নির্মাণ, নির্বাচিত ১,৬১০টি বেসরকারি কলেজের ভবন নির্মাণসহ অন্যান্য উন্নয়ন কাজ চলমান রয়েছে। ৩৩টি মডেল মাদ্রাসাকে আধুনিকায়ন এবং সুবিধাবঞ্চিত অঞ্চলে ৬২টি নতুন বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা বিশেষত চতুর্থ শিল্প বিপ্লবকে বিবেচনায় রেখে শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষা কার্যক্রমে আইসিটি এবং ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

- আসন্ন চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলার লক্ষ্যে কারিগরি শিক্ষার ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে সাধারণ ধারার ৬৪০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে জানুয়ারি ২০২০ সাল থেকে ভোকেশনাল কোর্স চালু করা হয়েছে। পরবর্তীতে মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তা বাস্তবায়ন করা হবে।

- ২০২২ শিক্ষাবর্ষে সরকারি বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ১ম শ্রেণি থেকে ৯ম শ্রেণি পর্যন্ত কেন্দ্রীয়ভাবে অনলাইন লটারির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ভর্তির কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। এতে মেধার সমতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, শিক্ষার্থীদের উপর মানসিক চাপ কমেছে এবং কোচিং বাণিজ্য বন্ধ হয়েছে। উল্লেখ্য, এবারই প্রথম বারের মতো জেলা পর্যায় পর্যন্ত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোকেও ডিজিটাল লটারির আওতায় আনা হয়েছে।

- মাউশি অধিদপ্তরের সিটিজেন চার্টারভূক্ত সেবাসমূহ নিয়ে সরকারের একসেবা (MyGov) সার্ভিস চালু করা হয়েছে। একসেবা প্লাটফর্মের মাধ্যমে নাগরিক আবেদনসমূহ খুব সহজেই ডিজিটাল পদ্ধতির মাধ্যমে গ্রহণ করার ফলে সরকারের সেবাসমূহ জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে।

- ব্লেন্ডেড লার্নিং পদ্ধতিতে প্রথাগত শ্রেণীকক্ষ কার্যক্রমের সাথে প্রযুক্তি এবং ডিজিটাল মিডিয়াকে একীভূত করে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানোর অভিজ্ঞতায় নতুন মাত্রা যোগ হবে।

- মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের Online এন্ট্রিকরণের কাজ চলমান রয়েছে। মাঠ পর্যায়ের দপ্তর এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ ডিজিটাল মনিটরিং সিস্টেম (DMS) অ্যাপ এর আওতায় পরিদর্শন করা হচ্ছে।

শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের আওতায় স্নাতক ও সমমান শ্রেণির দরিদ্র ও মেধাবী ১.৮২ লক্ষ শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বাবদ ৯৭.১০ কোটি টাকা বিতরণ কার্যক্রম ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে গণভবন থেকে উদ্বোধন করেন। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ৫২.৫০ লক্ষ দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীর মাঝে উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বিতরণ কার্যক্রম বিগত ২২ জুন ২০২১ তারিখে মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে উদ্বোধন করেন।

শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ

ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সবার শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি, ঝরে পড়া রোধ, শিক্ষাকে মানসম্মত, সর্বব্যাপী ও ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের বিনামুল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করা হচ্ছে। বছরের প্রথম দিন পাঠ্যপুস্তক উৎসব দিবস উদযাপন করা হয়। এ দিন সারা দেশে একযোগে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের মাঝে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়। এ কার্যক্রমের আওতায় ২০২২ শিক্ষাবর্ষে ৩৪.৭০ কোটি পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম প্রণয়নের জন্য প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১ প্রণয়ন করা হয়েছে। এই রূপরেখার ভিত্তিতে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও ষষ্ঠ শ্রেণির শিখন উপকরণ প্রণয়ন করে ২০২২ শিক্ষাবর্ষে পাইলটিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে ব্রেইল পদ্ধতির পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়েছে।

কোভিডকালীন গৃহীত শিক্ষা কার্যক্রম

- কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত এবং মানসিকভাবে সতেজ রাখার লক্ষ্যে বিগত ২৯ মার্চ ২০২০ তারিখ থেকে 'আমার ঘরে আমার স্কুল' শিরোনামে সংসদ টেলিভিশন সম্প্রচার শুরু করে। সংসদ টেলিভিশনে সম্প্রচারিত ক্লাসসমূহ পরবর্তীতে ইউটিউব এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আপলোড করা হয়। আপলোডকৃত ভিডিও এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা পুনরায় ক্লাসটি দেখতে পারে।
- প্রচলিত গতানুগতিক পরীক্ষা পদ্ধতির বাইরে ২০২০ সালে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের অ্যাসাইনমেন্ট এর মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পরবর্তী ক্লাসে উত্তীর্ণ হয়েছে।
- অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রমে সকল পর্যায়ের শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল শিক্ষার্থী যাদের স্মার্ট ফোন ক্রয়ের ক্ষমতা নাই এমন ৪১,৫০১ জন শিক্ষার্থীকে জন প্রতি সর্বোচ্চ ৮,০০০ টাকা করে সফট্ লোন প্রদান করা হয়েছে।
- কোভিড-১৯ এর কারণে দীর্ঘদিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় কোভিড পরবর্তীকালীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলার বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর একটি গাইডলাইন প্রস্তুত করে। এ গাইডলাইন অনুযায়ী প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ খোলার বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করে।
- সকল শিক্ষক ও কর্মচারীদের জন্য ২য় ডোজ সম্পন্ন হয়েছে। ১২-১৮ বছর বয়সী শিক্ষার্থীদেরকে ভ্যাকসিনের আওতায় আনা হয়েছে এবং শিক্ষার্থীদের টিকা প্রদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

কারিগরি শিক্ষা

মানসম্পন্ন কারিগরি ও ভোকেশনাল (TVET) শিক্ষার উন্নয়নে সরকারি প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রস্তুতি হিসেবে কারিগরি শিক্ষাকে মূলধারায় অন্তর্ভুক্তকরণে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। একই সাথে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজার উপযোগী দক্ষ জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে মানসম্পন্ন কারিগরি শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ করা হয়েছে। যেমন, অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীর ভর্তির সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে অবকাঠামো উন্নয়ন, ৪৯টি পলিটেকনিক ও ৬৪টি টিএসসি এর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রকল্প বাস্তবায়ন, ইংরেজি ও গণিত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মোট ১০,৪৫২টি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তন্মধ্যে শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীন সরকারি প্রতিষ্ঠান ১১৯টি। কারিগরি শিক্ষাক্ষেত্রে গত ১০ বছরে ভর্তির হারে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ২০২০ সালে কারিগরি শিক্ষায় ভর্তির হার ছিল ১৭.১৪ শতাংশ। সে ধারাবাহিকতায় ২০২৫ সালের মধ্যে কারিগরি শিক্ষায় এনরোলমেন্ট শতকরা ২৫ ভাগে উন্নতির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প/প্রোগ্রাম নেয়া হয়েছে।

কারিগরি শিক্ষার সকল ক্ষেত্রে ন্যাশনাল টেকনিক্যাল এন্ড ভোকেশনাল কোয়ালিফিকেশনস ফ্রেমওয়ার্ক (NTVQF) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈষম্য দূরীকরণে এ স্তরের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, গরীব ও মেধাবী শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের সাহায্য মঞ্জুরী হিসেবে এককালীন অনুদান প্রদান করা হচ্ছে। দেশে দক্ষ জনবল তৈরির জন্য ১০০টি উপজেলায় ১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন প্রকল্প, ৪টি বিভাগীয় শহরে (সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ, রংপুর) ১টি করে মহিলা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট স্থাপন, ২৩টি জেলায় পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট স্থাপন এবং ৪টি বিভাগে (চট্রগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর) ১টি করে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে।

মাদ্রাসা শিক্ষা

সরকার মাদ্রাসার উন্নয়ন ও আধুনিকায়নে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। মাদ্রাসা শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'নির্ধারিত মাদ্রাসাসমূহের উন্নয়ন' প্রকল্পের মাধ্যমে ১,৮০০টি মাদ্রাসার নতুন ভবন নির্মাণ, বিদ্যমান ৬৫৩টি মাদ্রাসার মাল্টিমিডিয়া রুম স্থাপন এবং মাদ্রাসা শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি কার্যক্রম চলমান রয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষাকে মূল শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়ন সহজতর করার লক্ষ্যে 'মাদ্রাসা শিক্ষকদের শিক্ষণ দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ' বিষয়ক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষাকে শিক্ষার মূল স্রোতধারায় অন্তর্ভূক্ত করার অংশ হিসেবে বেসরকারিভাবে মাদ্রাসার উন্নয়ন খাতে বিভিন্ন উৎস হতে যে অর্থায়ন পাওয়া যায়, তার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। বর্তমানে সারা দেশে ৭,৯৫৪টি এমপিওভুক্ত মাদ্রাসা রয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে ১ম থেকে আলিম শ্রেণি পর্যন্ত কুরআন, আকাইদ ও ফিকাহ, আরবি ও হাদিস বিষয়ের শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে। বিদ্যমান সাধারণ শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত আরবি বিষয়সমূহ ব্যতীত সাধারণ আবশ্যিক এবং ঐচ্ছিক বিষয়ে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) প্রণীত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুসৃত হচ্ছে। সকল বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক এনসিটিবিএ'র মাধ্যমে মুদ্রণ ও বিতরণ করা হচ্ছে।

উচ্চ শিক্ষা

বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে বিগত এক দশকে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। উচ্চশিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ ও গুণগতমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের (ইউজিসি) মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। দেশের পুরাতন প্রায় সবগুলো জেলাতেই সরকার একটি করে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছে। বর্তমানে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫৩টিতে উন্নীত হয়েছে, এর মধ্যে ৫০টিতে একাডেমিক কার্যক্রম চালু হয়েছে এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ১০৮টি, এর মধ্যে ৯৯টিতে একাডেমিক কার্যক্রম চালু হয়েছে। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার উৎকর্ষ সাধনে ইউজিসি কর্তৃক স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান ফর হায়ার এডুকেশন ইন বাংলাদেশ: ২০১৮-২০৩০ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রতিটি বিভাগ ও ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম মূল্যায়ন এবং মানসম্মত পাঠদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১০৭টি (পাবলিক ৩৮টি ও বেসরকারি ৬৯টি) বিশ্ববিদ্যালয়ে Institutional Quality Assurance Cell (IQAC) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং সেলগুলো নিবিড়ভাবে মনিটরিং করা হচ্ছে। অবশিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে IQAC প্রতিষ্ঠার জন্য কমিশন কর্তৃক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। কমিশন কর্তৃক প্রণীত Bangladesh National Qualifications Framework (BNQF) সরকারের অনুমোদন লাভ করেছে এবং প্রয়োজনীয় কার্যার্থে এটি সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। করোনাকালীন সময়ে অফিস বন্ধ থাকলেও ২০২০ সালে বিশেষ ব্যবস্থায় মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের আওতাধীন ১,৬৪৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্তকরণের মাধ্যমে বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ, অবসর সুবিধা ও কল্যাণ ভাতা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রতিটি উপজেলায় একটি করে বেসরকারি কলেজ সরকারিকরণের লক্ষ্যে ৩৬৯টি বেসরকারি কলেজ এবং ৩৫৫টি বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে সরকারিকরণ করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ উন্নয়ন কার্যক্রম

বৈশ্বিক মহামারি করোনাভাইরাস এর প্রাদুর্ভাব সঠিকভাবে মোকাবেলা করে জীবন ও জীবিকাকে প্রাধান্য দিয়ে এর অর্থনৈতিক প্রভাব দৃঢ়তার সাথে কাটিয়ে ওঠার লক্ষ্যে সরকারের নিরন্তর প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে সকল নাগরিকের জন্য

সুলভে মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা আরো জোরদার করেছে। স্বাস্থ্যখাতে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের ফলে এ খাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। সরকারের সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে প্রজনন হার ও মৃত্যু হার হ্রাস, গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ নবজাত শিশু ও মাতৃ-মৃত্যু হার হ্রাসে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। সরকারের গৃহীত স্বাস্থ্য ও সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিসমূহের কারণে স্বাস্থ্য সেবার বিস্তার ও গুনগত মান উন্নত হয়েছে এবং সংক্রামক ব্যাধিসমূহ নিয়ন্ত্রনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। এছাড়া, খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়ন, নারী শিক্ষার প্রসার ইত্যাদি কারণে জনগণের জীবন যাত্রার মান উন্নত হয়েছে এবং প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কালও বেড়েছে। ২০১৩ সাল থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত স্বাস্থ্য সূচকসমূহের প্রবণতা সারণি ১২.৫ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১২.৫ঃ স্বাস্থ্য সূচকসমূহের সাম্প্রতিক প্রবণতা

সূচকসমূহ	বিবেচ্য বিষয়	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০
স্থূল জন্মহার (প্রতি হাজারে)	জাতীয়	১৯.০	১৮.৯	১৮.৮	১৮.৭	১৮.৫	১৮.৩	১৮.১	১৮.১
	শহর	১৮.২	১৭.২	১৬.৫	১৬.১	১৬.১	১৬.১	১৫.৯	১৫.৩
	গ্রাম	১৯.৩	১৯.৪	২০.৩	২০.১	২০.৪	২০.১	২০.০	২০.৪
স্থূল মৃত্যুহার (প্রতি হাজারে)	জাতীয়	৫.৩	৫.২	৫.১	৫.১	৫.১	৫.০	৪.৯	৫.১
	শহর	৪.৬	৪.১	৪.৬	৪.২	৪.২	৪.৪	৪.৪	৪.৯
	গ্রাম	৫.৬	৫.৬	৫.৫	৫.৭	৫.৭	৫.৪	৫.৪	৫.২
বিবাহের গড় বয়স	পুরুষ	২৪.৩	২৪.৯	২৫.৩	২৫.২	২৫.১	২৫.৫	২৫.৩	২৫.২
	নারী	১৮.৪	১৮.৩	১৮.৪	১৮.৪	১৮.৪	১৮.৯	১৮.৯	১৯.১
প্রত্যাশিত গড় আয়ুকাল (বছরে)	জাতীয়	৭০.৪	৭০.৭	৭০.৯	৭১.৬	৭২	৭২.৩	৭২.৬	৭২.৮
	পুরুষ	৬৮.৮	৬৯.১	৬৯.৪	৭০.৩	৭০.৬	৭০.৮	৭১.১	৭১.২
	মহিলা	৭১.২	৭১.৬	৭২.০	৭২.৯	৭৩.৩	৭৩.৮	৭৪.২	৭৪.৫
শিশু মৃত্যুহার (নবজাতক, <১বছর, প্রতি হাজারে)	জাতীয়	৩১	৩০	২৯	২৮	২৪	২২	২১	২১
	শহর	২৬	২৬	২৮	২৮	২২	২১	২০	২০
	গ্রাম	৩৪	৩১	২৯	২৮	২৫	২২	২২	২১
শিশু মৃত্যুহার (৫ বছরের নিম্নে, প্রতি হাজারে)	জাতীয়	৪১	৩৮	৩৬	৩৫	৩১	২৯	২৮	২৮
	শহর	৩৫	৩০	৩২	৩২	২৭	২৭	২৬	২৬
	গ্রাম	৪৩	৪০	৩৯	৩৬	৩৩	৩১	২৯	২৮
মাতৃমৃত্যু অনুপাত (প্রতি হাজার জীবিত জন্ম শিশু)	জাতীয়	২.০৩	১.৯৭	১.৯৩	১.৮১	১.৭২	১.৬৯	১.৬৫	১.৬৩
	শহর	১.৯০	১.৪৬	১.৮২	১.৬২	১.৫৭	১.৩২	১.২৩	১.৩৮
	গ্রাম	২.১০	২.১১	১.৯৬	১.৯১	১.৮২	১.৯৩	১.৯১	১.৭৮
গর্ভনিরোধক ব্যবহারের হার (%)		৬২.২	৬২.৪	৬২.২	৬২.১	৬২.৫	৬৩.১	৬৩.৪	৬৩.৯
উর্বরতার হার (মহিলা প্রতি)		২.১২	২.১১	২.১১	২.১০	২.০৫	২.০৫	২.০৪	২.০৪

উৎসঃ Report on Bangladesh Sample Vital Registration System-2020.

কমিউনিটি ক্লিনিকভিত্তিক প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা

গ্রামীণ জনগণকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য কমিউনিটি ক্লিনিক হলো প্রথম সেবা কেন্দ্র। বর্তমানে সারা দেশে ১৪,১৪১টি কমিউনিটি ক্লিনিক চালু রয়েছে, যার প্রতিটি প্রায় ৬,০০০-৮,০০০ জনগণকে সেবা প্রদান করছে। কমিউনিটি ক্লিনিকভিত্তিক 'কমিউনিটি হেলথ্ কেয়ার প্রোভাইডার' (সিএইচসিপি) নিয়োগপূর্বক তাঁদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান করে এবং পর্যাপ্ত ঔষধ ও পরিবার-পরিকল্পনা সামগ্রী বিতরণের মাধ্যমে এ সকল কমিউনিটি ক্লিনিক সম্পূর্ণরূপে কার্যকর রয়েছে।

প্রতিদিন গড়ে ৪০ জন সেবা প্রার্থী একটি কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে সেবা গ্রহণ করে থাকেন এবং এদের ৯৫ শতাংশই নারী ও শিশু। ২০০৯ সাল থেকে শুরু করে ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত এসব কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে মানুষ সেবা নিয়েছে ১১১.১৭ কোটিরও বেশী বার। এ সময়কালে ৭.৬২ কোটিরও বেশী রোগীকে জরুরী প্রয়োজনে ও জটিলতার জন্য উচ্চতর সেবা কেন্দ্রে রেফার করা হয়েছে। সারাদেশে প্রায় ৪,০০০ কমিউনিটি ক্লিনিকে স্বাভাবিক প্রসব সেবা দেয়া হচ্ছে এবং ২০০৯ সাল থেকে ক্রমান্বয়ে শুরু হওয়া এ ব্যবস্থায় এখন পর্যন্ত প্রায় ১.০৬ লক্ষ স্বাভাবিক প্রসব সম্পন্ন রয়েছে।

সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই)

টিকা প্রদানের মাধ্যমে প্রতিরোধযোগ্য রোগ প্রতিরোধ করে শিশুদের বিভিন্ন রোগ থেকে সুরক্ষার জন্য সরকার ইপিআই কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছে। বর্তমানে ইপিআই কর্মসূচির আওতায় ১০টি রোগ প্রতিরোধের টিকা প্রদান করা হচ্ছে- ডিপথেরিয়া, হুপিংকাশি, ধনুষ্টংকার, পোলিও, হাম ও রুবেলা, যক্ষ্মা, হেপাটাইটিস-বি, হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা-বি, নিউমোকক্কাল নিউমোনিয়া। বর্তমানে সারা দেশে সকল প্রকার টিকা গ্রহণকারীর শিশুদের হার ৯৭.২ শতাংশ। ইপিআই কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের ফলে ২০১৪ সালে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা বাংলাদেশকে পোলিওমুক্ত দেশ হিসেবে ঘোষণা করে এবং এ অবস্থান বজায় রয়েছে।

হাম রুবেলা ক্যাম্পেইন-২০২০ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ৯ মাস থেকে ১০ বছরের নীচের ৩.৬৬ কোটি শিশুকে ১ ডোজ এমআর টিকা প্রদানের মাধ্যমে উদ্দিষ্ট টিকাদান লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা হয়েছে এবং আগামী ২০২৩ সাল নাগাদ দেশ থেকে হাম-রুবেলা রোগ দূরীকরণের লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে। এরই ধারাবাহিকতায়, ২০২০-২১ অর্থবছরে শিশু ও মহিলাদের নিয়মিত টিকা কর্মসূচির আওতায় ৬২,১৮৮.৮১ লক্ষ টিকা ক্রয় ও দেশব্যাপী সরবরাহ করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থ বছরে শিশু ও মহিলাদের নিয়মিত টিকা কর্মসূচির আওতায় ৬৭,৪০৭.০৮ লক্ষ টাকার টিকা ক্রয় ও দেশব্যাপী সরবরাহের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সারণি ১২.৬ এ বছরওয়ারী ইপিআই কভারেজ এর আওতায় টিকা প্রাপ্তির তথ্য দেয়া হলোঃ

সারণি ১২.৬ঃ ইপিআই এর আওতায় টিকা প্রাপ্তির হার

বছর	বিসিজি (%)	ওপিভি-১ (%)	ওপিভি-২ (%)	ওপিভি-৩ (%)	পেন্টা-১ (%)	পেন্টা-২ (%)	পেন্টা-৩ (%)	হাম (%)	এম আর-১	এম আর-২	সকল টিকা (%)
২০১২	৯৯.০	৯৯.০	৯৭.৭	৯৫.১	৯৯.০	৯৭.৬	৯০.০	৮৮.৫	-	-	৮২.৯
২০১৩	৯৫.০	৯৫.০	৯৪.০	৯২.০	৯১.০	৯৩.০	৯২.০	৮৬.০	-	-	৮১.০
২০১৪	৯৯.২	৯৫.১	৯৪.২	৯৪.০	৯১.০	৯৩.০	৯৩.০	৮৬.৬	-	-	৮১.৬
২০১৫	৯৯.২	৯৪	৯৪.৭	৯২.৭	৯২.৬	৯৩.৩	৮৬.৬	৮৬.৬	-	-	৮১.৬
২০১৬	৯৯.৫	৯৭.৮	৯৭.০	৯০.১	৯৭.৮	৯৭.০	৯০.১	৮৭.৫	-	-	৮২.৩
২০১৭	১০১.৩	১০০.১	৯৯.৩	৯৭.৯	১০০.১	৯৯.৯	৯৮.৫	৯৮.৮	৯৭.৭	৮৬.৩	৯৮.৮
২০১৮	১০০.৬	৯৯.৩	৯৮.২	৯৭.৭	৯৮.৭	৯৭.৩	৯৬.৬	৯৭.৬	৯৭.১	৯৫.৩	৯৭.৬
২০১৯	১০২.৩	১০১.৪	১০০.৩	৯৯.৩	১০১.৪	১০০.৩	৯৯.৩	৯৯.০	৯৮.৭	৯৬.৮	৯৭.১
২০২০	৯৭.৩	৯৫.৯	৯৩.৯	৯২.৬	৯৫.৭	৯৩.৭	৯২.৫	৯৯.৪	৯২.৮	৯১.৮	৯২.০
২০২১	১০৩.২	১০২.১	১০১.০	৯৯.৯	১০২.১	১০০.৯	৯৯.৭	৯৯.৭	৯৯.১	৯৭.২	৯৯.৩

উৎসঃ. Bangladesh EPI CES ২০১২, ২০১৩, ২০১৪, ২০১৫, ২০১৬, DHIS2 ২০১৭, ২০১৮, ২০১৯, ২০২০, ২০২১।

কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনেশন কৌশল, ব্যবস্থাপনা ও পদক্ষেপ

কোভিড-১৯ মহামারি হতে জন জীবনের সুরক্ষা ও মৃত্যু রোধে সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই) এর আওতায় পূর্বেই National Deployment and Vaccination Plan প্রণয়ন করা হয়েছিল। যার মাধ্যমে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৭০ শতাংশ জনগোষ্ঠীকে কোভিড-১৯ এর ভ্যাক্সিন/টিকা দান কর্মসূচির আওতায় আনার পরিকল্পনা করা হয় এবং স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের উদ্যোগে www.surokkha.gov.bd ওয়েব পোর্টাল এর মাধ্যমে বয়স ও প্রাধিকার ভিত্তিক রেজিস্ট্রেশন চালু করা হয়। এ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৯,৭৭,৩৬,৪৩২ (৮২%) জন ভ্যাক্সিনের জন্য নিবন্ধিত হয়েছেন। উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীকে বুস্টারসহ ভ্যাকসিন প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় ভ্যাকসিন সরকারের হাতে মজুদ আছে।

মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা

জাতীয় পর্যায়ে মাতৃস্বাস্থ্য কর্মসূচিতে মা ও শিশু স্বাস্থ্যকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে বিভিন্ন র্কাযক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। যার মধ্যে জরুরী প্রসূতি সেবা চালু, প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব সেবা গ্রহণে উৎসাহ প্রদান, মা ও শিশুদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী চিকিৎসক, নার্স, মিডওয়াইফ এবং অন্যান্য কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। জরুরী প্রসূতি সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহায়তায় প্রতিটি জেলায় Emergency Obstetric Care (EmOC) চালু করেছে। বর্তমানে দেশের সকল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ৫৯টি জেলা হাসপাতাল, ০৩টি জেনারেল হাসপাতাল, ১৩২টি উপজলো স্বাস্থ্য কমপ্লক্সে এবং ৬৩টি মাতৃ ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে Comprehensive Emergency Obstetric Neonatal Care (CEmONC) এবং অবশিষ্ট উপজলো স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে Basic Emergency

Obstetric Neonatal Care (BEmONC) সেবা চালু আছে। EmONC সেবা সম্প্রসারণের ফলে মাতৃমৃত্যু প্রতি লক্ষ জীবিত জন্মে ১৬৩ এবং নবজাতকের মৃত্যু প্রতি হাজার জীবিত জন্মে ২৮ এ নেমে এসেছে। এছাড়া প্রতিটি উপজেলায় মাসে ২০০ জনের বেশী মায়েদের সারভাইক্যাল এবং ব্রেষ্টক্যান্সার এর স্ক্রিনিং হচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ৪৩টি কলোনোস্কপি সেন্টার চালু রয়েছে।

মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার স্কিম এর মাধ্যমে দেশের ৫৫টি উপজেলায় জুলাই ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত ৪৯,১৬৯ জন দরিদ্র মায়েদেরকে সেবা প্রদান এবং ক্যাশ ইনসেনটিভ ও যাতায়াত ভাতা বাবদ ১,১৯৬.৮২ লক্ষ টাকা মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে প্রদান করা হয়েছে। দুর্গম এবং প্রান্তিক এলাকার গর্ভবতী মহিলাদের প্রসবর্পূব, প্রসবকালীন ও প্রসবোত্তর সেবা প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কমিউনিটি বেজড স্কিল বার্থ এটেন্ডেন্ট (সিএসবিএ) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এই পর্যন্ত মোট ১২,৫১০ জন মাঠ পর্যায়ের স্বাস্থ্যকর্মীদের সিএসবিএ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে তিনবছর মেয়াদী মিডওয়াইফারি কোর্স চালু করা হয়েছে এবং প্রায় ৩,০০০ মিডওয়াইফাররি পদ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং প্রায় ২,৫৫০ মিডওয়াইফকে বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে পদায়ন করা হয়েছে।

পুষ্টি সেবা

সারাদেশে তৃণমূল পর্যায়ে পুষ্টি সেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এইচপিএনএসপি'র আওতায় ২০১৭-২০২২ মেয়াদে 'ন্যাশনাল নিউট্রিশন সার্ভিসেস (এনএনএস)' শীর্ষক একটি অপারেশনাল প্ল্যান স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হলো অপুষ্টিজনিত ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠির মাঝে আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়ায় পুষ্টিসেবা প্রদান, দৈহিক পুষ্টি আহরণের পাশাপাশি ব্যাক্তিগত পরিচর্যা, খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন ও একটি পুষ্টিসমৃদ্ধ জীবন প্রণালী প্রবর্তনের জন্য সচেতনতা গড়ে তোলা এবং অপুষ্টি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার কমানো।

তীব্র অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুদের পুষ্টিসেবা প্রদান করার জন্য সকল জেলা হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ৪১০টি Severe Acute Malnutrition (SAM) ইউনিট এ কার্যক্রম চালু আছে। তৃণমূল পর্যায়ে শিশুর অপুষ্টি রোধ করার জন্য ৪১২টি Integrated Management of Childhood Illness (IMCI) ও পুষ্টি কর্নার চালু রয়েছে। বস্তি, গ্রামের দুর্গম এলাকা বিশেষত চর হাওড় এলাকায় জনগণের মাঝে পুষ্টিসেবা প্রদান করার জন্য এনএনএস বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/বিভাগ ও দেশী-বিদেশী বেসরকারি সাহায্য সংস্থাসমূহের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে পুষ্টিসেবা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। কোভিড-১৯ বিষয়ক গাইডলাইন প্রনয়ণ ও সকল স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা/সেবা প্রদানকারীদের মধ্যে গাইডলাইন বিতরণ করা হয়েছে। Comprehensive Competency Nutrition Training (CCTN) বিষয়ে প্রায় ৬২,০০০ কর্মকর্তা/সেবা প্রদানকারীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ইতোমধ্যে 'পুষ্টিই সমৃদ্ধি' শীর্ষক সাপ্তাহিক অনুষ্ঠানের ১০৮টি পর্ব BTV World-এ প্রচারিত হয়েছে। পুষ্টি সেক্টরে অর্জিত সূচকসমূহের অগ্রগতি সারণি ১২.৭ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১২.৭ঃ বাংলাদেশে পুষ্টি পরিস্থিতি

সূচক	২০১১ (%)	২০১৪ (%)	২০১৮ (%)	লক্ষ্যমাত্রা ২০২৩ (%)	মন্তব্য
স্বল্প ওজনের শিশু (০-৫৯ মাস)	৩৬.৪	৩২.৬	২২	২৫	চলমান
খর্বাকৃতি (স্টান্টিং) শিশু (০-৫৯ মাস)	-	৩৬.১	৩১	২৫	চলমান
কৃশকায় (ওয়াসটিং) শিশু (০-৫৯ মাস)	-	১৪.৩	৮	<১০	চলমান
জন্মকালীন কম ওজনের শিশু	-	২২.৬	-	<১৮	চলমান
জন্মের ১ ঘন্টার মধ্যে মায়ের দুধ খাওয়ানোর হার	৪৭.১	৫০.৮	৬৯	৬০	চলমান
৬ মাস পর্যন্ত শুধুমাত্র মায়ের দুধ খাওয়ানোর হার	৬৪	৫৫	৬৫	৬৫	চলমান
গভর্বতী রক্তস্বল্পতার হার	-	-	-	এক-তৃতীয়াংশ হ্রাস	চলমান
কিশোরীর রক্তস্বল্পতার হার	-	-	-		চলমান
শিশুর রক্তস্বল্পতার হার	-	-	-		চলমান
রাতকানা রোগের হার	-	০.২	০.২	<১	চলমান
গৃহস্থলী পর্যায়ে আয়োডিন যুক্ত লবন ব্যবহারের হার	৮২	-	-	এক-তৃতীয়াংশ হ্রাস	চলমান
ভিটামিন-এ ক্যাপসুল খাওয়ানোর হার (৬-৫৯ মাস)	৬০	৯২	৭৯	>৯০	চলমান

উৎসঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

স্বাস্থ্য তথ্য ব্যবস্থা এবং ই-হেলথ কর্মসূচি

গত এক দশকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় স্বাস্থ্য খাতে আইটি ব্যবহারে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহে এবং অন্যান্য তৃণমূলস্তরের কর্মীদের ইন্টারনেটসহ ল্যাপটপ এবং অ্যান্ড্রয়েড ট্যাবলেট দেয়া হয়েছে। প্রতিটি গর্ভবর্তী মা এবং অনূর্ধ্ব-৫ শিশু সম্পর্কিত তথ্য তালিকাভুক্তির জন্য প্রোগ্রামগুলি সক্রিয় রয়েছে। সকল নাগরিককে একটি অভিন্ন 'স্বাস্থ্য শনাক্তকারী কোড' সরবরাহের মাধ্যমে পোর্টেবল্ ইলেকট্রেনিক হেলথ রেকর্ড তৈরি করা হচ্ছে, যা জাতীয় আইডি কার্ডের ডাটাবেসের সাথে সংযুক্ত। জাতীয় ই-স্বাস্থ্য নীতি কৌশল এর একটি খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে। মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজগুলিতে ভর্তি, স্বাস্থ্য খাতে মানবস্পদ ব্যবস্থাপনা, বদলী, পদায়ন, পদোন্নতি, প্রশিক্ষণ, ছুটি, ইত্যাদি ডিজিটাল পদ্ধতিতে করা হচ্ছে।

জনগণকে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য 'স্বাস্থ্য বাতায়ন-১৬২৬৩' নামে কল সেন্টার চালু করা হয়েছে। দেশের প্রতিটি জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সরকারি হাসপাতাল থেকে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে। ৯৬টি হাসপাতালে উন্নত মানের টেলিমেডিসিন পরিষেবা সরবরাহ করা হচ্ছে। সকল বিভাগীয় ও জেলা স্বাস্থ্য অফিস, জেলা হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং ৩০০ এর অধিক উপজেলা হাসপাতালে ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম সরবরাহের মাধ্যমে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাথে একটি ভিডিও নেওয়ার্কিং চালু করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি (এসএসকে)

২০৩০ সালের মধ্যে দেশে সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা অর্জনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে সরকার 'স্বাস্থ্যখাতে অর্থায়নের কৌশলপত্র: ২০১২-২০৩২' প্রণয়ন করেছে। এই কৌশলপত্রের আলোকে দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারীদের চিকিৎসা সেবার অর্থায়ন কৌশলের অংশ হিসাবে 'স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি (এসএসকে)' প্রণয়ন করা হয়েছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর হাসপাতালভিত্তিক সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে নিজ পকেট থেকে ব্যয় হ্রাসপূর্বক আর্থিক প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ এবং তাদেরকে আর্থিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে এসএসকে'র পাইলট কার্যক্রম শুরু হয়। জানুয়ারি ২০১৭-জুন ২০২৩ মেয়াদে পরিচালিত এ কর্মসূচির আওতায় কার্ডধারী প্রতিটি পরিবার হাসপাতালে আন্তঃবিভাগীয় সেবা গ্রহণকালে ৭৮টি রোগের জন্য রোগ-নির্ণয় ও ঔষধসহ যাবতীয় চিকিৎসা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে দেয়া হয়। এই কর্মসূচির আওতায় ৩০ এপ্রিল ২০২১ পর্যন্ত ৮১,৬১৯টি তালিকাভুক্ত পরিবারের মোট ২০,৯৩১ জন সদস্য সেবা গ্রহণ করেছেন। ক্রমান্বয়ে কর্মসূচিটি সারাদেশে সম্প্রসারণ করা হবে।

বিশেষায়িত স্বাস্থ্য সেবা

ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা সুবিধা সহজলভ্য করার জন্য বিভাগীয় শহরে সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ১০০ শয্যা বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ ক্যান্সার চিকিৎসা ইউনিট স্থাপনে প্রকল্প বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে। এছাড়া, অটিজম ও নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডার বিষয়ে ন্যাশনাল স্ট্রাটেজিক প্ল্যান ২০১৬-২০২১ অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। অটিজম এবং নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডার বিষয়ে জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে শিক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। একইসাথে অটিজম এবং নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডার সংক্রান্ত রোগীদের ৩৩টি হাসপাতালে শিশু বিকাশ কেন্দ্র স্থাপনপূর্বক সমন্বিত চিকিৎসা (চাইল্ড ফিজিসিয়ান, ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট ও ডেভেলপমেন্টাল থেরাপিস্ট সমন্বয়ে) প্রদান করা হচ্ছে।

COVID-19 মহামারি মোকাবেলা ও জনজীবন সুরক্ষা

২০২০ সালের মার্চ-এ দেশে কোভিড-১৯ প্রথম শনাক্ত হওয়ার সাথে সাথেই এ ভাইরাস প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে National Preparedness and Response Plan প্রস্তুত করা হয়। পরবর্তীতে তার কিছুটা সংশোধন করে Bangladesh Preparedness and Response Plan তৈরিকরত: সে পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে কোভিড-১৯ এর প্রথম ঢেউয়ের সময় জেলা-উপজেলা পর্যায়ে চালুকৃত বিশেষায়িত আইসোলেশন ইউনিট, রাজধানীতে স্থাপিত ১৪টি এবং অন্যান্য জেলা শহরে স্থাপিত ৬৭টি কোভিড-১৯ ডেডিকেটেড হাসপাতালে বর্তমান সময়েও চিকিৎসা সেবা অব্যাহত রাখা হয়েছে। পাশাপাশি, ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠিত ৫৫টি ল্যাবরেটরীর কার্যক্রম ও উন্নততর সেবা প্রদান প্রতিষ্ঠানে রুপান্তরিত সরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানসমূহ কোভিড-১৯ এর সেবা প্রদান করে যাচ্ছে। নতুন ৯টি কোভিড ডেডিকেটেড হাসপাতাল তৈরি করা হয়েছে। আক্রান্তদের দ্রুত চিকিৎসার জন্য ঢাকা নর্থ সিটি কর্পোরেশন স্পেশালাইজড হাসপাতাল ও আইসোলেশন সেন্টার চালু করা হয়েছে।

সংক্রমণ প্রতিরোধ নিয়ন্ত্রণ এবং কেস ম্যানেজমেন্টের উন্নতির জন্য স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম প্রদান করা হয়। সম্প্রতি স্নাতক প্রাপ্ত ইন্টার্ন ডাক্তারদেরও সর্বাধিক কেসযুক্ত হাসপাতালে কাজ করার জন্য প্রণোদিত করা হয়েছে। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ অতিরিক্ত ৬,০০০ নার্স, ১১,১৩৬ জন ডাক্তার এবং ৩,০০০ কারিগরি সহায়তা কর্মী নিয়োগ করেছে। আইইডিসিআর সর্বদা তাদের ওয়েবসাইটে COVID 19 এর তথ্য আপডেট করে চলেছে। MIS-DGHS এ একটি COVID-19 Dashboard তৈরি করা হয়েছে যেখানে প্রতিদিন আপডেটেড তথ্য পাওয়া যায়। এই পোর্টালটিতে laboratory, number of people in quarantine and isolation ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করে। COVID-19 মোকাবেলায় সরকার স্বাস্থ্য বাতায়ন '১৬২৬৩' এর সক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে। '১৬২৬৩' একটি অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন যেখানে সাধারণ মানুষ স্বাস্থ্য পরিষেবা পেতে সক্ষম হন। সাধারণ লোকেরা এই নম্বরটি ব্যবহার করে অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা তথ্যও পেতে পারেন। তাছাড়াও সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট সংক্রান্ত তথ্য একটি পৃথক সিস্টেম Electronic Logistics Management Information System (eLMIS)এর মাধ্যমে পরিচালিত হয় যা কিনা করোনার ভাইরাস ডেটা ড্যাশবোর্ডের সাথে আন্তঃযোগ করা হয়েছে। বিগত ২০২০-২১ অর্থবছরে বাজেটে কোভিড-১৯ মোকাবেলায় যে কোন জরুরি চাহিদা মেটানোর জন্য ১০,০০০ কোটি টাকার থোক বরাদ্দ রাখা হয়েছিল। ২০২১-২২ অর্থবছরেও কোভিড-১৯ মোকাবেলায় জরুরি চাহিদা মেটানোর জন্য পুনরায় ১০,০০০ কোটি টাকার থোক বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

পরিবার পরিকল্পনা সেবা ও প্রজনন স্বাস্থ্য কর্মসূচি

সরকারের নানা কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের ফলে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। ২০০১ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিলো ১.৫৭ শতাংশ, যা বর্তমানে ১.৩৭ শতাংশ। একই সাথে জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হারও বেড়েছে। বর্তমানে ৬৩.৯ শতাংশ দম্পতি জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার করছে অথচ ২০০১ সালে এ হার ছিল ৫৩.৮ শতাংশ। ২০২০ সালের বিডিএইচএস প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০০১ সালে মহিলা প্রতি গড় সন্তান সংখ্যা বা Total Fertility Rate (TFR) ছিলো ৩.০; বর্তমানে এই হার কমে হয়েছে ২.০৪ (উৎসঃ SVRS-2020)। ২০২২ সালের মোট প্রজনন হার ২ এ নামিয়ে আনার জন্য সরকার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছে। এ লক্ষ্য পূরণের জন্য বিভিন্ন সূচক নির্ধারণ করা হয়েছে, যার অন্যতম হল পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহীতার হার ৬৩.৯ শতাংশ থেকে ৭৫ শতাংশে উন্নীত করা। এছাড়া, মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা প্রদান এবং ইউনিয়ন পর্যায়েও সার্বক্ষণিক প্রসব সেবা প্রদানের কারণে মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার অনেক কমেছে। বর্তমানে মাতৃমৃত্যুর হার ১.৭২ থেকে কমে হয়েছে ১.৬৩ (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে) এবং শিশুমৃত্যুর হার ৩১ থেকে হ্রাস পেয়ে হয়েছে ২৮ (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে)।

পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা প্রদান কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য ১০টি জেলা কার্যালয় ও ১৪৫টি পরিবার পরিকল্পনা স্টোরসহ উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। তৃণমূল পর্যায়ে সেবা সম্প্রসারণের জন্য ইউনিয়ন পর্যায়ে নতুন ৮৯টি ১০ শয্যা বিশিষ্ট এমসিডাব্লিউসি নির্মাণ করা হয়েছে। Web-Logistic Management Information System এর মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান করা হচ্ছে। একইসাথে চিকিৎসা সেবায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর জন্য ই-হেলথ কর্মসূচি পরিচালনা করা হচ্ছে। নিরাপদ মাতৃত্বসেবা নিশ্চিত করার জন্য ২,৮৫৪টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ কেন্দ্রে ২৪/৭ ঘন্টা নিরাপদ প্রসবসেবা চালু করা হয়েছে। নবজাতক ও শিশুর স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য গৃহীত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে 'ন্যাশনাল নিউবর্ন হেল্থ প্রোগ্রাম (এনএনএইচপি)'। এছাড়া, ১৯২টি ফ্যাসিলিটিতে ক্যাঙ্গারু মাদার কেয়ার (KMC) সেবা প্রদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

কিশোর-কিশোরীদের শারীরিক ও মানসিক সুষ্ঠু বিকাশের জন্য ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র এবং মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রসমূহে মোট ৬০৩টি Adolescent Friendly Health Corner খোলা হয়েছে, যার মাধ্যমে তাদের সেবা ও তথ্য প্রদান করা হয়। চলতি সেক্টর প্রোগ্রামে ২০২২ সালের মধ্যে ৯৭৯টি কৈশোরবান্ধব কর্ণার খোলা হবে। কৈশোরকালীন স্বাস্থ্য সেবার জন্য Adolescent website (www.adoinfobd.com) শীর্ষক কৈশোরবান্ধব ওয়েবসাইট প্রস্তুত করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে কৈশোর স্বাস্থ্য কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের ২,০০০ জন শিক্ষক ও ১,২০০ জন স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী, ১,৮০০ জন পিয়ার এডুকেটর, ২,১০০ জন গেইট কিপার ও ১,৫০০ জন মাঠ পর্যায়ের স্বাস্থ্য কর্মীকে প্রশিক্ষণ প্রদান ও অবহিতকরণ কার্যক্রম চলছে। এছাড়া ১৪০টি উপজেলায়

কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম চলছে। দেশের ২৩ টি স্কুল হেলথ ক্লিনিকসমূহে এ্যাডোলসেন্ট হেলথ বিষয়ক কার্যক্রম চলমান রয়েছে ।

বেসরকারি স্বাস্থ্য খাত

বহুবিধ কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ সত্ত্বেও সরকারের একার পক্ষে দেশের সব মানুষের চাহিদা মাফিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান সম্ভবপর হয়ে উঠে না। তাই সরকারের পাশাপাশি স্বাস্থ্যখাতে বেসরকারি উদ্যোগকে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে সরকার আর্থিক অনুদানসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদান করছে। বেসরকারি খাতে নিবন্ধিত হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। স্বাস্থ্যসেবা বিশেষত স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন, বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ এবং ডায়রিয়ার মত সংক্রামক ব্যাধি নির্মূলে এনজিওর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কর্মসূচির আওতায় এইচআইভি/এইডস, পুষ্টি এবং অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়নে বেশ কিছু এনজিও সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। স্বাস্থ্য খাতে সরকারি, বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি) ভিত্তিক বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য শিক্ষা

স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকায়নের জন্য সরকার বিবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করায় স্বাস্থ্য শিক্ষায় ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে প্রতিটি বিভাগে একটি করে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। রাজশাহী, চট্রগ্রাম ও সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরুর পর বর্তমানে শেখ হাসিনা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা স্থাপনের কার্যক্রম চলছে। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ এবং সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও সকল জেলা সদর হাসপাতালে নেফ্রোলজি ইউনিট ও কিডনি ডায়ালাইসিস সেন্টার স্থাপন এর বাস্তবায়ন চলমান। এছাড়া, শেখ সায়েরা খাতুন মেডিকেল কলেজ ও নার্সিং ইনস্টিটিউট, কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন, শেখ লুৎফর রহমান ডেন্টাল কলেজ, গোপালগঞ্জ স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে।

স্বাস্থ্য খাতের অর্জনসমূহকে টেকসই করার জন্য ও ভবিষ্যতে মহামারির অভিঘাত হতে পরিত্রাণ পাওয়ার সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন মান সম্পন্ন স্বাস্থ্য-শিক্ষা, প্রযুক্তি নির্ভর, গবেষণা ভিত্তিক স্বাস্থ্য-শিক্ষার সম্প্রসারণ। ২০২০-২১ অর্থবছরে স্বাস্থ্য-শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতের গবেষণার উন্নয়নে 'সমন্বিত স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান গবেষণা ও উন্নয়ন তহবিল' গঠন করা হয়েছে। এ তহবিলের জন্য ২০২১-২২ অর্থবছরেও ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। বিজ্ঞানের নতুন ধারা এবং কলাকৌশল উদ্ভাবনের জন্য ফেলোশিপ এবং অনুদান প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

নার্সিং সেবা

বর্তমানে দেশের সরকারি স্বাস্থ্যসেবায় প্রায় ৪৬,৫০০ জন নার্স চাকুরিতে কর্মরত আছেন। নার্সিং ও মিডওয়াইফারি শিক্ষা ও সার্ভিসকে অধিকতর গুনগত মানসম্পন্ন করার লক্ষ্যে দেশের ১৩টি সরকারি নার্সিং কলেজে ৪ বছর মেয়াদি ১,২০০টি আসনে ব্যাচেলর অব সায়েন্স ইন নার্সিং, ৪৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২,৭৩০টি আসনে ৩ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স এ্যান্ড মিডওয়াইফারি এবং ৬০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১,৭৫০টি আসনে ৩ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি কোর্স চালু করা রয়েছে। আরও ১৬টি বিদ্যমান নার্সিং ইনস্টিটিউটকে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কলেজে উন্নীত করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, সরকারি পর্যায়ে এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি নার্সিং-এ উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য ০৫টি নার্সিং কলেজে ০২ বৎসর মেয়াদি পোস্ট বেসিক বিএসসি ইন নার্সিং ও পাবলিক হেলথে নার্সিং এবং ০১টি প্রতিষ্ঠানে ০২ বৎসর মেয়াদি এমএসসি নার্সিং কোর্স চালু রয়েছে। ২০১৮ সাল হতে অভিন্ন পদ্ধতিতে দেশের প্রতিটি সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কোর্সে ভর্তি পরীক্ষা শুরু হয়েছে।

বৈশ্বিক করোনা ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য ২০২০ সালে ৫,০৭৫ জন ও ২০২১ সালে ৮,১২৮ জন সিনিয়র স্টাফ নার্সকে সরকারি চাকুরিতে নিয়োগ দেয়া হয়েছে আরও ২,০০০ জন সিনিয়র স্টাফ নার্স শুন্যপদের নিয়োগের প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন। উন্নতমানের নার্সিং ও মিডওয়াইফারি সেবা প্রদানের জন্য কোভিড-১৯ ডেডিকেটেড হাসপাতালগুলোতে সংযুক্তিতে নার্স ও মিডওয়াইফ পদায়ন করা হয়েছে। ২০২১ সালের প্রথম দিকে নার্স নিয়োগের পাশাপাশি মোট ১,৪০৮ জন মিডওয়াইফ নিয়োগ প্রদান করা হয়। নার্সিং ও মিডওয়াইফারি সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশের সাথে নার্স এক্সপার্ট এক্সচেঞ্জ, বিদেশ প্রশিক্ষণ, দেশে ও বিদেশে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টিসহ সরকার কর্তৃক নানামূখী কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

নারী ও শিশু উন্নয়ন কার্যক্রম

নারীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়ন, জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণ ও শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠা করা এবং তাদেরকে সামগ্রিক উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণে সরকার বদ্ধপরিকর। সরকারের সময়োপযোগী নীতি-কৌশল বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নে নারীর অবস্থান সুদৃঢ় হয়েছে। রাষ্ট্রীয় ও জনজীবনের সর্বক্ষেত্রে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা এবং নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প, কর্মসূচি ও অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। নারী ও শিশুর সামগ্রিক উন্নয়নে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১, জাতীয় শিশু নীতি-২০১১, শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত নীতি-২০১৩, পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন, ২০১০ ও বিধিমালা, ২০১৩, যৌতুক নিরোধ আইন, ২০১৮, বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭ ও বিধিমালা, ২০১৮, শিশু একাডেমি আইন, ২০১৮, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০২০ ও শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র আইন, ২০২১ প্রণয়ন করা হয়েছে।

কোভিড-১৯ এর চলমান অভিঘাত মোকাবেলা ও অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে নারীদের জন্য প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। পল্লী ও শহরাঞ্চলের দরিদ্র গর্ভবতী মা'দের স্বাস্থ্য ও তাঁদের গর্ভস্থ সন্তানের পুষ্টি চাহিদা পূরণ এবং শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনে মাতৃত্বকাল ভাতা ও কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা প্রদান এবং মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। দেশব্যাপী নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রাম এর আওতায় ৪৭টি জেলা সদর হাসপাতাল ও ২০টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এ মোট ৬৭টি ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল (ওসিসি) স্থাপন করা হয়েছে এবং সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ১৩টি ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল স্থাপন করা হয়েছে। এসকল ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার এবং ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল এর মাধ্যমে ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত মোট ১,৫১,৪৩০ জন নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুকে সেবা প্রদান করা হয়। মোবাইল অ্যাপস 'জয়' এর মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। স্বল্প শিক্ষিত, দরিদ্র ও অসহায় নারীদের আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ ও আইটি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। মহিলাদের জন্য ঢাকায় কমিউনিটি নার্সিং ডিগ্রী কলেজ স্থাপন, 'তৃণমূল পর্যায়ে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ সাধন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ৫ বছরে ৭২টি উপজেলায় ৮০টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ৬টি ট্রেডে (বিউটিফিকেশন, ক্যাটারিং, ফ্যাশন ডিজাইন, ইনেটরিয়র ডিজাইন ও ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট, বেবী কেয়ার এবং হাউজকিপিং) ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত ১৪,৪৫০ জন নারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

শিশুদের মানসিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশসহ দেশের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার অভিপ্রায়ে সরকার বহুবিধ উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হলো-গর্ভ থেকে ৮ বছর বয়সী শিশুর বৃদ্ধি, বিকাশ, সুরক্ষা ও সামাজিক নিরাপত্তার লক্ষ্যে সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ এবং প্যারেন্টিং কার্যক্রম, ৪ বছর বয়সী শিশুদের জন্য শিশু বিকাশ কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা, হতদরিদ্র ও ছিন্নমূল শিশুদের জন্য শিশু বিকাশ কেন্দ্র কার্যক্রম প্রসারণ করা, গ্রামীণ এলাকার কওমী মাদ্রাসা শিশুদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, চা বাগান ও গার্মেন্টস কর্মীদের শিশুদের জন্য ডে-কেয়ার স্থাপন, নিরাপদ ইন্টারনেট নিরাপদ শিশু কর্মসূচি ইত্যাদি। দুস্থ শিশুদের মেধা বিকাশে ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে মেয়ে শিশুদের জন্য আজিমপুর কেন্দ্র এবং ছেলে শিশুদের জন্য ঢাকার কেরানীগঞ্জ, গাজীপুর, রাজশাহী, খুলনা ও চট্টগ্রামে ১টি করে মোট ৬টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র রয়েছে। এছাড়া ৬৪টি জেলায় এবং ৬টি উপজেলাসহ মোট ৭১টি কার্যালয়ে ১টি শিশু বিকাশ ও ১টি প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এসব কেন্দ্রের মাধ্যমে ৪-৫ বছর বয়সী শিশুদেরকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির উপযোগী করে গড়ে তোলা হচ্ছে। শিশুদেরকে অধিক হারে পাঠে মনোযোগী করে তোলার লক্ষ্যে শিশু একাডেমি থেকে ৯০০ এর অধিক শিশুতোষ গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়েছে।

সমাজকল্যাণ

দুঃস্থ, সুবিধাবঞ্চিত, অবহেলিত, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ও এতিম জনগোষ্ঠীর কল্যাণে সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি হিসেবে বয়স্কভাতা প্রদান কর্মসূচি, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা, অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা কর্মসূচি, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসুচি, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নমূলক কর্মসূচি, ক্যান্সার, কিডনী এবং লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড ও জন্মগত হৃদরোগ ও থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত রোগীদের আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি, ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও

বিকল্প কর্মসংস্থান কর্মসূচি ইত্যাদি কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সরকারি কার্যক্রমের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগে সেবাধর্মী প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হচ্ছে।

পিতৃহীন অথবা পিতৃমাতৃহীন শিশুদের লালনপালন, তাদের মধ্যে দায়িত্ব ও শৃংখলাবোধ সৃষ্টি, চিকিৎসা, চিত্তবিনোদনসহ শিক্ষা-প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে দেশে ৮৫টি সরকারি শিশু পরিবার পরিচালিত হচ্ছে। ১৮ বছরের পরেও পড়ালেখার জন্য মেধাবী এতিম শিশুদের ২০২১-২২ অর্থবছর ৪৩০ জনকে মেধাবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। পিতৃ-মাতৃ পরিচয়হীন ০-৭ বছর বয়সী পরিত্যক্ত শিশুদের মাতৃস্নেহে প্রতিপালন, রক্ষণাবেক্ষণ, খেলাধুলা ও সাধারণ শিক্ষার জন্য দেশের ৬টি জেলায় ৬টি ছোটমণি নিবাস চালু রয়েছে। সামাজিক অবক্ষয় প্রতিরোধে পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তানদের সংশোধনকল্পে ৩টি শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র, ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তিদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণসহ পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ৬টি সরকারি আশ্রয় কেন্দ্র, থানা/কারাগারে আটক মহিলা ও শিশু-কিশোরীদের ভরণপোষণ, প্রশিক্ষণ, চিকিৎসা, চিত্তবিনোদন এবং পুনর্বাসনের লক্ষ্যে বরিশাল, সিলেট, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, বাগেরহাট ও ফরিদপুর জেলায় সেফ হোমের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া প্রথমবারের অপরাধী ও লঘু অপরাধে দন্ডিত অথবা বিচারাধীন অপরাধীদের জেলখানায় না রেখে প্রবেশন অফিসারের তত্ত্বাবধানে কেসওয়ার্ক, সংশোধন, সামাজিকীকরণ ও অন্যান্য আইনসংগত সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে পুনর্বাসন করার লক্ষ্যে ৭০ টি ইউনিটে প্রবেশন এন্ড আফটার কেয়ার সার্ভিস কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। 'চাইল্ড সেনসিটিভ সোস্যাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে পথশিশুদের 'Drop In Center' এর মাধ্যমে সামাজিক সুরক্ষা সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া, সুবিধাবঞ্চিত ও বিপন্ন সকল শিশুর সুরক্ষার জন্য 'শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন' কেন্দ্রসমূহ সমগ্র দেশে কাজ করে যাচ্ছে।

সরকার বিভিন্ন ধরনের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের কল্যাণ, উন্নয়ন ও অধিকার সুরক্ষায় এবং তাদের পুনর্বাসনকল্পে বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনা করছে। যেমন- সমন্বিত অন্ধ শিক্ষা কার্যক্রম, দৃষ্টি ও শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের বিদ্যালয় স্থাপন, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি কর্মসূচি ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের মাধ্যমে সেবামূলক কার্যক্রম উল্লেখযোগ্য। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে থেরাপিউটিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে দেশের ৬৪টি জেলা ও ৩৯টি উপজেলায় মোট ১০৩টি 'প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র' চালু রয়েছে। এ সকল কেন্দ্র হতে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অটিজমসহ অন্যান্য প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে থেরাপিউটিক, কাউন্সেলিং ও রেফারেল সেবা এবং সহায়ক উপকরণ প্রদান করা হয়। দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী, বাক-শ্রবণ ও শারীরিক প্রতিবন্ধী যুবকদেরকে বিভিন্ন প্রকার কারিগরী প্রশিক্ষণ দেয়ার উদ্দেশ্যে গাজীপুর জেলার টঙ্গীতে একটি কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। দেশের প্রতিবন্ধী ব্যাক্তিদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এবং ক্রীড়া ক্ষেত্রে তাদের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় জাতীয় প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়নের লক্ষ্যে 'বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ' প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের পল্লী/শহর অঞ্চলে বসবাসরত দুস্থ, অসহায়, অবহেলিত, অনগ্রসর ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীকে ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকল্পে সমাজসেবা অধিদফতর ৫টি দারিদ্র্য নিরসন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। কর্মসূচিগুলো হচ্ছে -পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম, পল্লী মাতৃ কেন্দ্র, শহর সমাজসেবা কার্যক্রম, দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যাক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম ও আশ্রয়ন প্রকল্পের ঋণ কর্মসূচি।

করোনা ঝুঁকিহ্রাসে রাস্তায় বসবাসরত আশ্রয়হীন ও ভবঘুরে দুঃস্থ ব্যক্তিদের ২৬ মার্চ ২০২০ হতে এ পর্যন্ত ১৯৭ জনকে সরকারি আশ্রয়কেন্দ্রে স্থানান্তর করা হয়। হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমের এর মাধ্যমে অসহায় দুস্থ ২.৬৫ লক্ষ রোগীকে নিয়মিত চিকিৎসা সহায়তার পাশাপাশি পুষ্টিকর খাবার, মাস্ক ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণ করা হয়। এ পর্যন্ত ৬৪টি জেলার দুঃস্থ কর্মহীন ২.৮০ লক্ষ মানুষের মাঝে ৯.৩১ কোটি টাকার জরুরি খাদ্য ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। ৮৫টি সরকারি শিশু পরিবারে ইনফ্রারেড থার্মোমিটার ও পালস অক্সিমিটার ক্রয়ের জন্য ৮.৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সকল প্রতিষ্ঠানের নিবাসিদেরকে কোভিড-১৯ প্রতিরোধের লক্ষ্যে টিকা প্রদান নিশ্চিতের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ

দেশ মাতৃকার সেবায় জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের অবদান চিরস্মরণীয়। যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, মৃত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা, মৃত খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার ও শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধা

পরিবারবর্গের সার্বিক কল্যাণ সাধনের মাধ্যমে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের সম্মানিত করা এবং বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছে দিতে সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের পূর্ণাঙ্গ তথ্য সম্বলিত Management Information System প্রস্তুত করে G2P প্রক্রিয়ায় সকল বীর মুক্তিযোদ্ধার সম্মানী ও অন্যান্য ভাতা বাংলাদেশ ব্যাংক হতে সরাসরি ভাতাভোগীর ব্যাংক হিসাবে প্রদান কার্যক্রম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিগত ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে উদ্বোধন করেছেন। এছাড়া, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নিরাপদ আবাসন নিশ্চিত করতে তাঁদের জন্য ৪,১২২ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩০,০০০ 'বীর নিবাস' নির্মাণ প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশের প্রতিটি জেলা-উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্পের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

যুব ও ক্রীড়া

যুব উন্নয়ন

যুবসমাজকে সঠিক দিক-নির্দেশনা, কর্মোপযোগি কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করে জাতীয় উন্নয়নে সম্পৃক্ত করতে সরকার যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। যুবসমাজের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিতকল্পে দেশের সকল জেলা ও উপজেলায় যুবদের উদ্বুদ্ধকরণ, প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রশিক্ষণোত্তর আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে স্বাবলম্বীকরণ, যুবঋণ প্রদান, দারিদ্র্য বিমোচন ইত্যাদি কর্মসূচি চালু রয়েছে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যে ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত মোট ৬৫.৯৫ লক্ষ যুবক ও যুবমহিলাদেরকে বিভিন্ন ট্রেডে দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ দিয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষিত যুবদের মধ্যে ডিসেম্বর-২০২১ পর্যন্ত ২৩.০৮ লক্ষ আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়েছে। প্রশিক্ষিত যুবদের প্রকল্প স্থাপন ও সম্প্রসারণের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ঋণ কর্মসূচির আওতায় জানুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত ১৭.৬৮ লক্ষ উপকারভোগীকে মূল ও ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিল হতে ২,১৮৩.৭৯ কোটি টাকা ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। দেশের শিক্ষিত বেকার যুবদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। অদ্যাবধি দেশের ৪৭টি জেলার ১৩৮টি উপজেলা ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে।

ক্রীড়া উন্নয়ন

সরকার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ক্রীড়ার মানোন্নয়নে নীতি-কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে আসছে। খেলাধুলার সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশব্যাপী আধুনিক স্টেডিয়াম, জিমনেসিয়াম, সুইমিং পুলসহ ক্রীড়া অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। দেশের তৃণমূল পর্যায়ে শিশু-কিশোর ও তরুণদের ক্রীড়ায় উদ্বুদ্ধ করতে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানের খেলোয়াড় তৈরি, ক্রীড়াক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তা সম্প্রসারণ, মাদকের অপব্যবহার রোধ, স্বাস্থ্য সচেতনতা, পরিবেশ সচেতনতা, নারীর ক্ষমতায়ন এবং ক্রীড়াবিদদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতেও সরকারের কার্যকর ভূমিকা অব্যাহত রয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ক্রীড়া ক্লাবের খেলাধুলা আয়োজন ও পরিচালনার জন্য বিনামূল্যে ক্রীড়া সরঞ্জামাদি প্রদান করা হচ্ছে। ৬টি সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজের মাধ্যমে স্নাতক ডিগ্রীধারী যুবক ও যুব মহিলাদের ব্যাচেলর অব ফিজিক্যাল এডুকেশন (বিপিএড) বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে এবং ঢাকা সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজের মাধ্যমে মাস্টার্স অব ফিজিক্যাল এডুকেশন (এমপিএড) বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে। অসচ্ছল, আহত ও অসমর্থ ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়া সংগঠককে আর্থিক অনুদান প্রদানের লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য 'বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন' ২০১১ প্রণয়নের মাধ্যমে 'বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন' প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে উক্ত ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে মোট ১,৩০০ জন অসচ্ছল, আহত ও অসমর্থ ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়া সংগঠককে অনুদান প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

সাংস্কৃতিক উন্নয়ন

সরকার বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্পকলা, নাটক, চলচ্চিত্র এবং সৃজনশীল প্রকাশনাসহ সুকুমার শিল্পের সকল শাখার উৎকর্ষ সাধনে প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করে আসছে। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ১৭টি দপ্তর/সংস্থার মাধ্যমে বাংলাদেশের সংস্কৃতির উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। দেশের প্রত্নসম্পদ ও নিদর্শনসমূহকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ ও উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থাপনা

ও নিদর্শনসমূহের জরিপ, উৎখনন, সংস্কার ও সংরক্ষণসহ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম চলছে।

সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ সাধনে বাংলা একাডেমি বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম, অভিধান প্রণয়ন, বিভিন্ন গবেষনা ও প্রকাশনার কাজ পরিচালনা করে থাকে এবং প্রতিবছর ফেব্রুয়ারি মাসে অমর একুশে গ্রন্থমালা আয়োজনসহ বিভিন্ন দিবস উৎযাপন করে থাকে। এছাড়া বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, চারুকলা, নাট্যকলা, সংগীত ইত্যাদির মাধ্যমে জাতীয় সংস্কৃতির উন্নয়ন, সংরক্ষণ, প্রসার ও উৎসাহ প্রদানের কাজ করছে। বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসবাসরত ১২টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী বর্ণাঢ্য সংস্কৃতির সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশ সাধন এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ঐ সকল সংস্কৃতিকে দেশের জাতীয় সংস্কৃতির মূল স্রোতধারার সাথে সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় ৭টি প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। রোজ গার্ডেন, বিভিন্ন আঞ্চলিক প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সংরক্ষণের বিষয়ে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর বাংলাদেশের মৌলিক ইতিহাস, পুরাকীর্তি, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, ইতিহাস ঐতিহ্য, জাতিতাত্ত্বিক, আদিবাসী সংশ্লিষ্ট, কৃষ্টি-সংস্কৃতি, চারুকলা-শিল্পকলা, কারুকলা, স্থাপত্যকলা ও মহান মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক নিদর্শন, কৃতি-সন্তানদের স্মৃতি নিদর্শন সংগ্রহ, সংরক্ষণ, গবেষণা-প্রকাশনা ও জাদুঘরে আগত দর্শকদের প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে গ্যালারিতে উপস্থাপন করে থাকে। '১৯৭১ : গণহত্যা নির্যাতন-আর্কাইভ ও জাদুঘরের ভবন নির্মাণ ' শীর্ষক প্রকল্পটি মোট ২,৭৮৩.২৮ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে চলমান রয়েছে। কপিরাইট রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতিকে অটোমেশন করা হয়েছে। বিনামূল্যে কপিরাইট সংশ্লিষ্ট আইনি পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে আইনি সহায়তা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। লোক সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি সনাক্ত, সংগ্রহ, মূল্যায়ন ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিশেষ কর্মসূচির কার্যক্রম বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরির কার্যক্রমকে টেকসই করার লক্ষ্যে 'দেশব্যাপী ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরী' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ৭৬টি ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি দ্বারা দেশব্যাপী পাঠকদের দোরগোড়ায় ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি সেবা প্রদান করা হচ্ছে। 'দেশের লাইব্রেরিসমূহে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার স্থাপন', 'সরকারি গণগ্রন্থাগারসমূহের অনলাইন সেবা কার্যক্রম সম্প্রসারণ' শীর্ষক প্রকল্প চলমান রয়েছে।

ধর্ম বিষয়ক কার্যক্রম

বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারির প্রকোপ চলমান থাকায় সৌদি আরবে পবিত্র হজব্রত পালনের অনুমতি না পাওয়া যাওয়ায় ২০২০ এবং ২০২১ সালে হজযাত্রী প্রেরণ বন্ধ ছিল। তবে, ২০২২ সালে বাংলাদেশ থেকে হজযাত্রী প্রেরণ পুনরায় চালু হচ্ছে। আগামী বছরগুলোতে সুষ্ঠুভাবে হজের যাবতীয় কার্যাবলী সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ই-হজ সিস্টেম চালু করাসহ হজ ব্যবস্থাপনায় তথ্য প্রযুক্তির সর্বোচ্চ প্রয়োগ নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। হজক্যাম্প ভবনে উর্ধ্বমুখি সম্প্রসারণ এবং হজ ক্যাম্পের অভ্যন্তরীণ অবকাঠামো সংস্কারের কাজ চলমান রয়েছে। ইমাম ও মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্টের আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে ১,০০০ জন ইমামকে সুদমুক্ত ঋণ ও ৪,০০০ জন দুঃস্থ ইমামকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়েছে। হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান কল্যাণ ট্রাস্টসমূহের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ধর্মাবলম্বীদের কল্যাণসহ সার্বিক কল্যাণ সাধন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিপূর্ণ সহাবস্থান এবং শান্তিপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সমন্বিতভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠার পর এনডাওমেন্ট তহবিলের মুনাফা হতে বিভিন্ন চার্চ/গির্জা/কবরস্থান/উপাসনালয়/ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে অনুদান প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, গোপালগঞ্জ জেলা ইসলামিক ফাউন্ডেশন কমপ্লেক্স স্থাপন, প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে মোট ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন (১ম সংশোধিত), হাওড় এলাকার জনগণের জীবনমান উন্নয়ন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে ইমামদের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বিদ্যমান ছাপাখানায় নতুন যন্ত্রপাতি সংযোজনের মাধ্যমে আধুনিকীকরণ প্রকল্প, ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ, সমগ্র দেশে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও সংস্কার এবং ধর্মীয় ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে পুরোহিত ও সেবাইতদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন

পার্বত্য চট্টগ্রাম আমাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। সরকার পাহাড়ি এলাকার প্রান্তিক সম্প্রদায়ের উন্নয়নের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পাহাড়ি জনগণের উন্নয়ন এবং তাদের গৌরবময় সংস্কৃতি অক্ষুন্ন করার জন্য সরকার বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক প্রকল্প এবং কারিগরি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তার আওতায় পার্বত্য জেলা পরিষদ, রাংগামাটি

শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নয়নে ১,২০০ বর্গমিটার ভবন নির্মাণ, ৪০০ বর্গমিটার ভবন মেরামত, ২০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসবাবপত্র সরবরাহ এবং ৪টি আবাসিক বিদ্যালয়/শিশুসদনে ছাত্র-ছাত্রীর খাদ্য সরবরাহ করেছে। এছাড়া, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে রাস্তা, ব্রিজ, কালভার্ট নির্মাণ, রাস্তা মেরামত/সংস্কার, কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়নে সেচ ড্রেন, বাঁধ নির্মাণ, ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান উন্নয়নে ২,০০০ বর্গমিটার ভবন নির্মাণ, দারিদ্র্যমুক্তি ও নারী উন্নয়নে প্রশিক্ষিত বেকার মহিলাদের সেলাই মেশিন বিতরণ, নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন উন্নয়ন এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নে চিকিৎসা সামগ্রী সরবরাহ করা হয়েছে।

সম্প্রচার কার্যক্রম

সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ডসহ সার্বিক কর্মকান্ডের তথ্য সরকারের শীর্ষ পর্যায়সহ বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রিক মিডিয়ায় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় থেকে প্রেরণ করা হয়। দেশব্যাপী বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বেতার কেন্দ্র আধুনিকায়ন ও ডিজিটাল সম্প্রচার ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার বর্তমানে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের চলমান প্রকল্পের সংখ্যা ১৬টি। এ সমস্ত প্রকল্প/কার্যক্রমের লক্ষ্য হচ্ছে বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও উৎকর্ষতার সাথে তাল মিলিয়ে বিশ্বব্যাপি গণমাধ্যমসহ যোগাযোগ নেটওয়ার্কিং এর যে অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধিত হয়েছে এবং হচ্ছে সেই অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। 'তথ্য প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ফিল্ম আর্কাইভের চলচ্চিত্র সংরক্ষণ এবং বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ কার্যক্রম পুনরুদ্ধারকরণ' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে সনাতন পদ্ধতির স্থলে ডিজিটাল পদ্ধতিতে চলচ্চিত্র সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করা হয়েছে। কোভিড পরিস্থিতিতে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে বিগত ২৯ মার্চ ২০২০ তারিখ থেকে 'আমার ঘরে আমার স্কুল' ও 'আমার ঘরে আমার মাদ্রাসা' শিরোনামে সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশন সম্প্রচার শুরু করে। এছাড়া, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় কোভিড পরিস্থিতিতে বিভিন্ন ধরণের সচেতনতামূলক টিভিসি/বিজ্ঞাপন বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রচার করে।

সংস্কার ও সুশাসন

উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনের পাশাপাশি টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সুষম উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ, সেবার মানোন্নয়ন এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন, নিয়োগ সংশ্লিষ্ট বিধিমালা প্রণয়ন-সংশোধন, আর্থিক খাতে সংস্কার, দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমসহ বিভিন্ন সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সুশাসন ও জবাবদিহিতা জোরদারকরণের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তিতে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা, ই-গভার্ন্যান্স ও উদ্ভাবন, তথ্য অধিকার ও সিটিজেন চার্টার কর্মপরিকল্পনা সংযুক্ত করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের মাধ্যমে প্রজাতন্ত্রের কর্মে উপযুক্ত প্রার্থী মনোনয়ন ছাড়াও পদোন্নতি ও নিয়োগ সংশ্লিষ্ট বিধিমালা প্রণয়ন-সংশোধন এবং শৃঙ্খলাজনিত বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করা হয়। ২০০৯ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত পরপর ১৩টি বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন ক্যাডারে ৩৯,৬০৫ জন প্রার্থীকে নিয়োগের জন্য কমিশন কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে।

দেশে দুর্নীতি এবং দুর্নীতিমূলক কাজ দমন ও প্রতিরোধের লক্ষ্যে স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। দুর্নীতি সংক্রান্ত অভিযোগের অনুসন্ধান, তদন্ত ও মামলা পরিচালনার পাশাপাশি সমাজে সততা ও নিষ্ঠাবোধ সৃষ্টি এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে দুর্নীতি দমন কমিশন বহুমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। টোল ফ্রি হটলাইন (১০৬) চালুর মাধ্যমে সহজে জনসাধারণ দুর্নীতির প্রাত্যহিক অভিযোগসমূহ সরাসরি দুদকে উপস্থাপন করতে পারছে। সম্প্রতি টোল ফ্রি হটলাইনের পাশাপাশি অভিযোগ গ্রহণের নিমিত্ত আইএসডি নম্বর ৮৮০৯৬১২১০৬১০৬ চালু হয়েছে। দুদকের এনফোর্সমেন্ট ইউনিট প্রতিনিয়ত সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে বিভিন্ন দপ্তরে তাৎক্ষনিক অভিযান পরিচালনা করছে। ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ পর্যন্ত মোট ১,৮৮৯টি তাৎক্ষণিক অভিযান পরিচালনা করা হয়। কমিশনকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে কমিশনের সামগ্রিক কার্যক্রমকে পূর্ণাঙ্গভাবে অটোমেশন করার এবং তদন্ত ও মামলা পরিচালনা সংক্রান্ত কাজ সঠিকভাবে পরিবীক্ষণের জন্য ওয়েবভিত্তিক সফটওয়্যার প্রস্তুত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে দুদকে ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। দুদকের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এডিবি ও কোরিয়া সরকারের সহায়তায় একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প এবং 'দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালীকরণ' শীর্ষক ০৩ বছর মেয়াদী একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।